কলকাতার ৩০০ বছরের ছবির এ্যালবাম

Santanu Sen

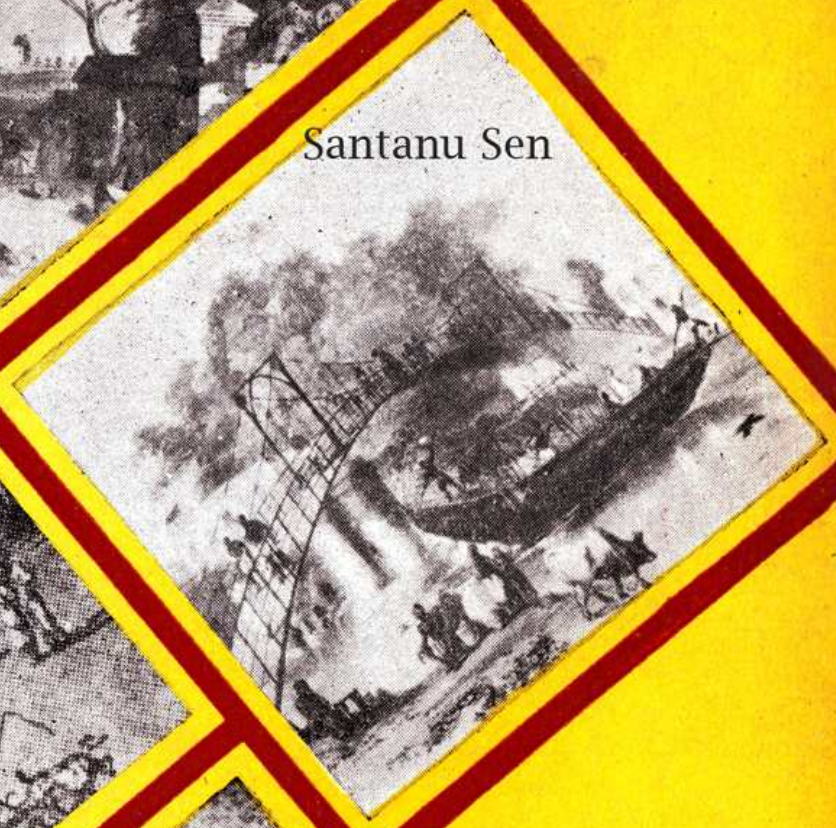

কলকাতার তিনশো বছরের ছবির এ্যালবাম

কর্নেল হেনরি ইউল লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসের কাগজপত্র ঘেঁটে কলকাতা নামের প্রথম উল্লেখ পেয়েছিলেন ১৬৮৮ সালের ১৬ আগস্টের একটি কাগজে। জব চার্নক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা কিনা এ নিয়ে নানারকম মতপার্থক্য থাকলেও আমরা কলকাতার তিনশো বছর মেনে নিয়ে উৎসব পালন করছি। পুরনো কলকাতার প্রখ্যাত ছবিগুলির মুদ্রণ কলকাতার তিনশো বছর পূর্ত্তি উপলক্ষেই প্রকাশিত হল।

বৈঠকখানার গাছের নিচে বসে হুকা সেবন করতে করতে যে কলকাতায় জব চার্ণক তার ব্যবসায়িক কাজকর্ম সুরু করেছিলেন এখন সেই কলকাতায় দুহাজার একশো পঁচিশটি রাস্তা ও গলি আছে। বণিকের মানদণ্ড এই সহরের বুকেই রাজদণ্ড নিয়ে দেখা দিয়েছিল। সিরাজৌদ্দুলার ১৭৫৬ সালের কলকাতা বিজয়ের একবছরের মধ্যেই সিরাজের পতনের পর এই সহরই ইংরেজ শাসিত ভারতের প্রথম রাজধানী হয়ে উঠেছিল।

কলকাতা বহু ঘটমান ঘটনার নীরব সাক্ষী। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারের আন্দোলন, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান বিষয়ে অসামান্য উৎকর্ষতা এই সহরেই ঘটেছে। দাঙ্গা বিধবস্ত এই সহরই শান্তিমিছিলে সহস্র মানুষকে সামিল হতে দেখেছে। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ থেকে সুকান্ত, জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল রায় থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অরবিন্দ থেকে বীনা দাস এই সহরেই প্রতিপালিত হয়েছেন।

ক্রমশ এই সহরের জনসংখ্যা স্ফিত হয়েছে। কলকাতায় জান-যট বেড়েছে। কলকাতা দেশের রাজধানীর মর্য্যাদা হারিয়েছে। তথাপি কলকাতার তুলনা একমাত্র কলকাতা– যে সহরে হাজারো সমস্যার মধ্যেও বইমেলা থেকে দুর্গাপূজো পর্য্যন্ত বারোমাসে তেরোপার্বন লেগে থাকে, বারো মাসে প্রতিদিন উত্তেজনা বা উৎসাহে টগবগ করে ওঠে।

এই সংকলনের শেষ পাতায় পুরনো কলকাতার ছবিগুলো এখনকার কলকাতার কোন জায়গার চিত্র তা দেওয়া হয়েছে।

pathagar.net

প্রখ্যাত অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী যাঁর নানা বিষয়ে পড়াশোনার পরিধি অনেক গবেষককেও বিস্মিত করেছে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইপত্র ছাড়া এই এ্যালবাম প্রকাশ করা সম্ভব হোত না।

pathagar.net

কলকাতা বন্দর *শিল্পি জি. ভাণ্ডার গুস্ট*

মেয়র কোর্ট ও রাইটার্স বিল্ডিং ১৭৮৬ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

Pathagar.net

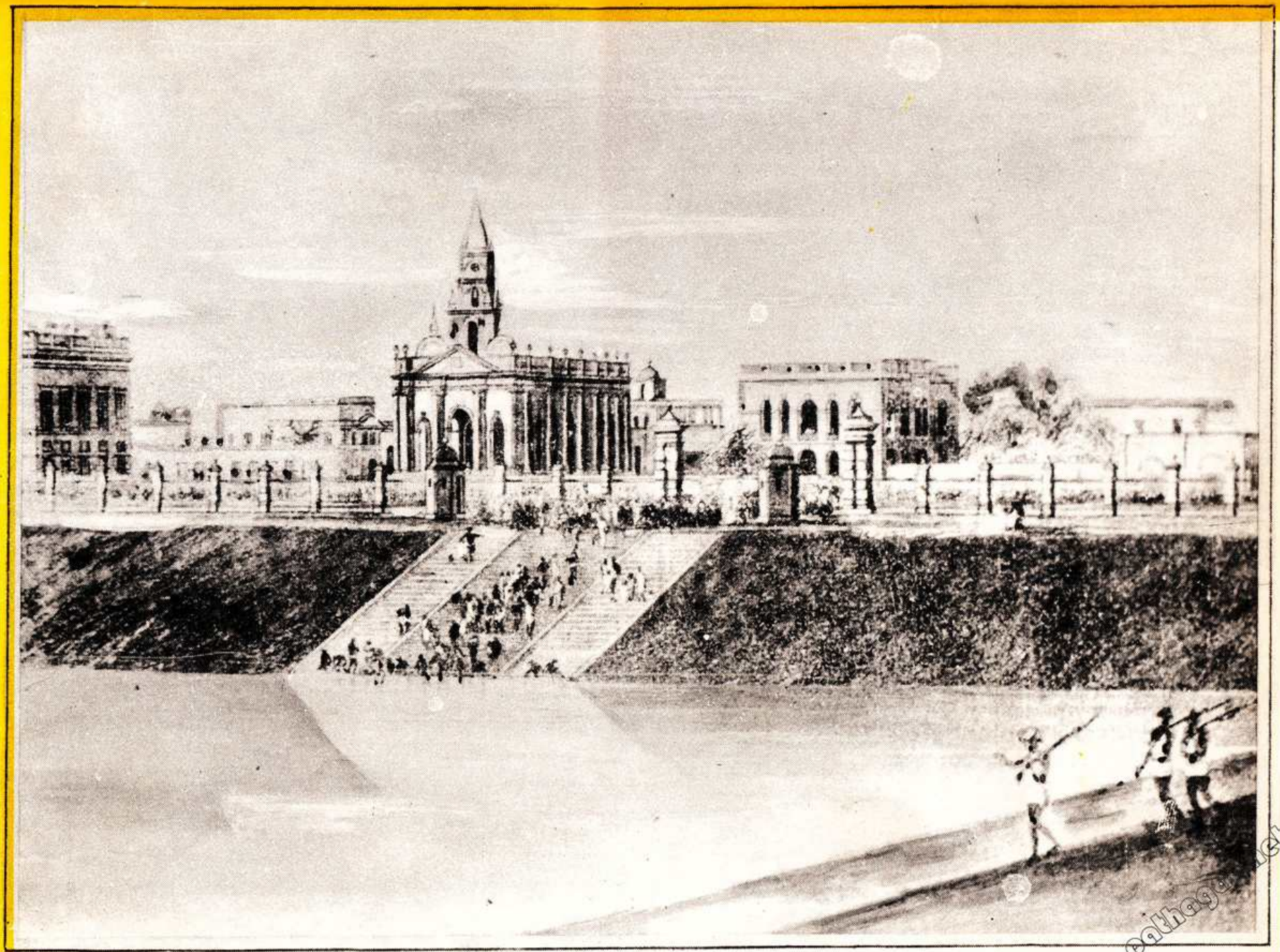

লালদিঘি ১৭৮৭ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

চিৎপুরে নবরত্ন মন্দির ১৭৮৭ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

pathagar.net

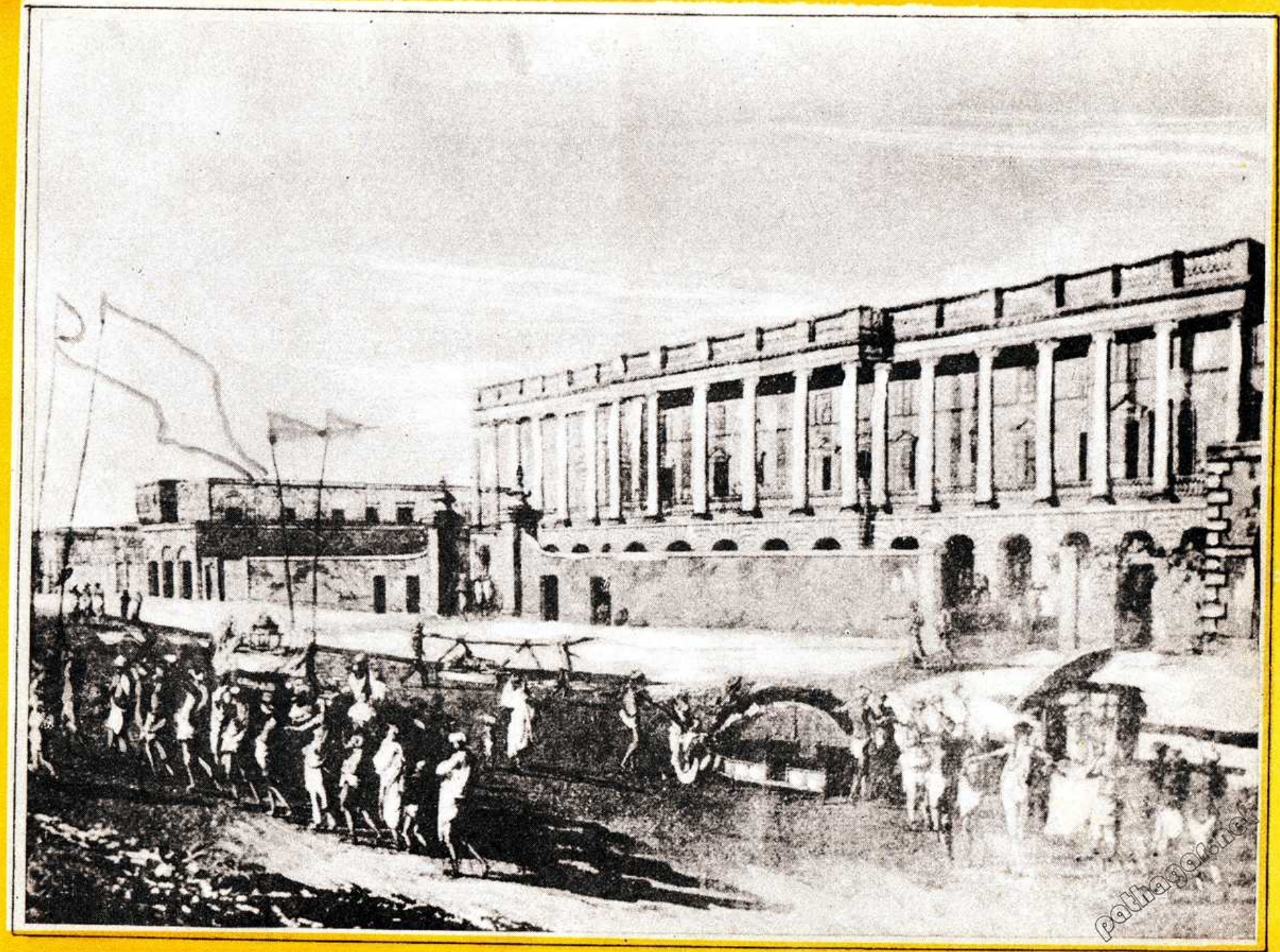

সুপ্রিমকোর্ট ১৭৮৭ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

ফোর্ট উইলিয়াম ঘাট ১৭৮৭ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

চৌরঙ্গী ১৭৮৮ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

pathagar.net

হুগলী নদী থেকে কলকাতা ১৭৮৮ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

pathagar.net

ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রিট ১৭৮৮ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

pathagar.net

এসপ্লানেড রো ১৭৮৮ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

গভর্নমেণ্ট হাউস ১৭৮৮ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

সেন্ট জন চার্চ । ১৭৯২ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

pathagar.net

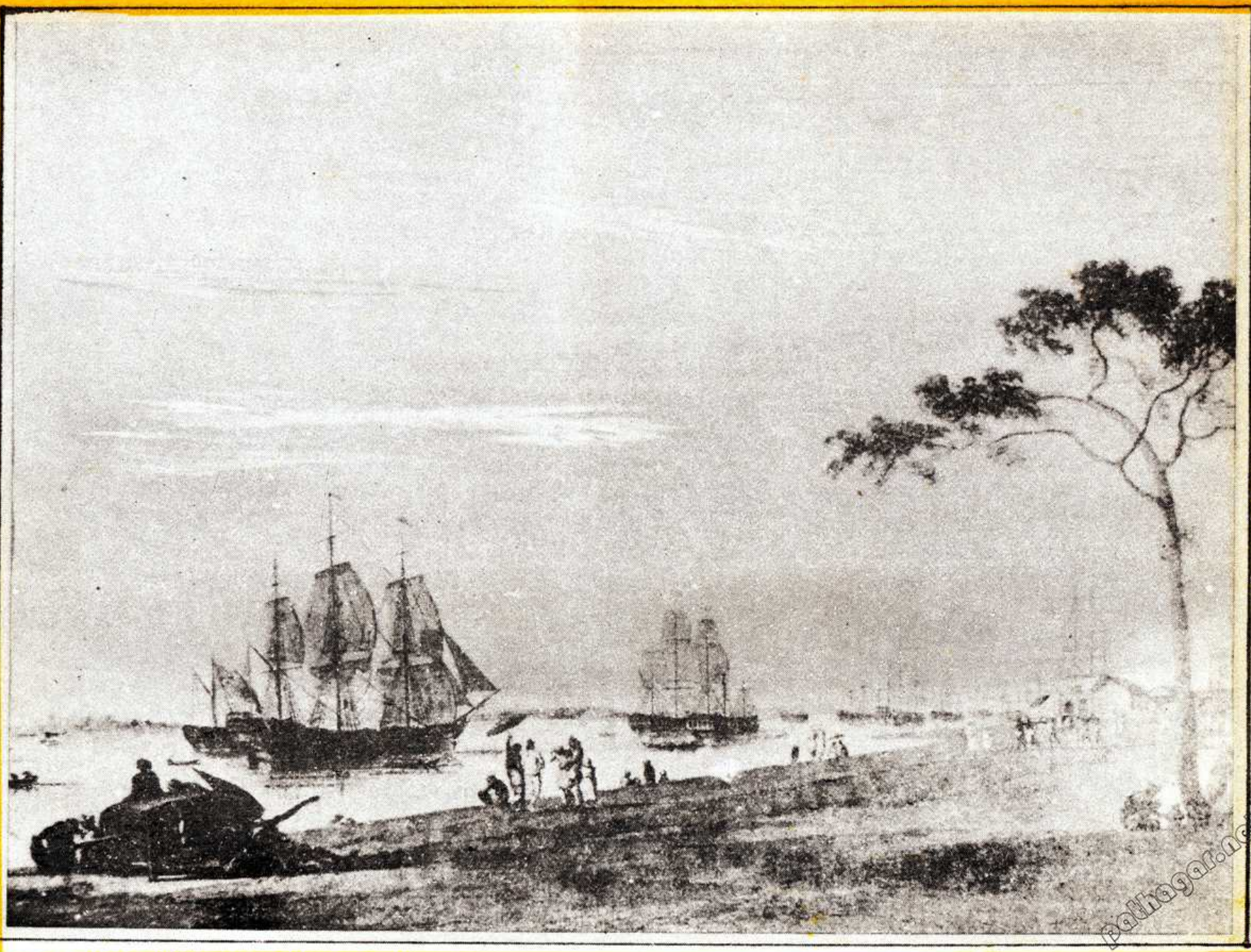

এসপ্লানেড থেকে গঙ্গানদী ১৭৯২ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

pathagar.net

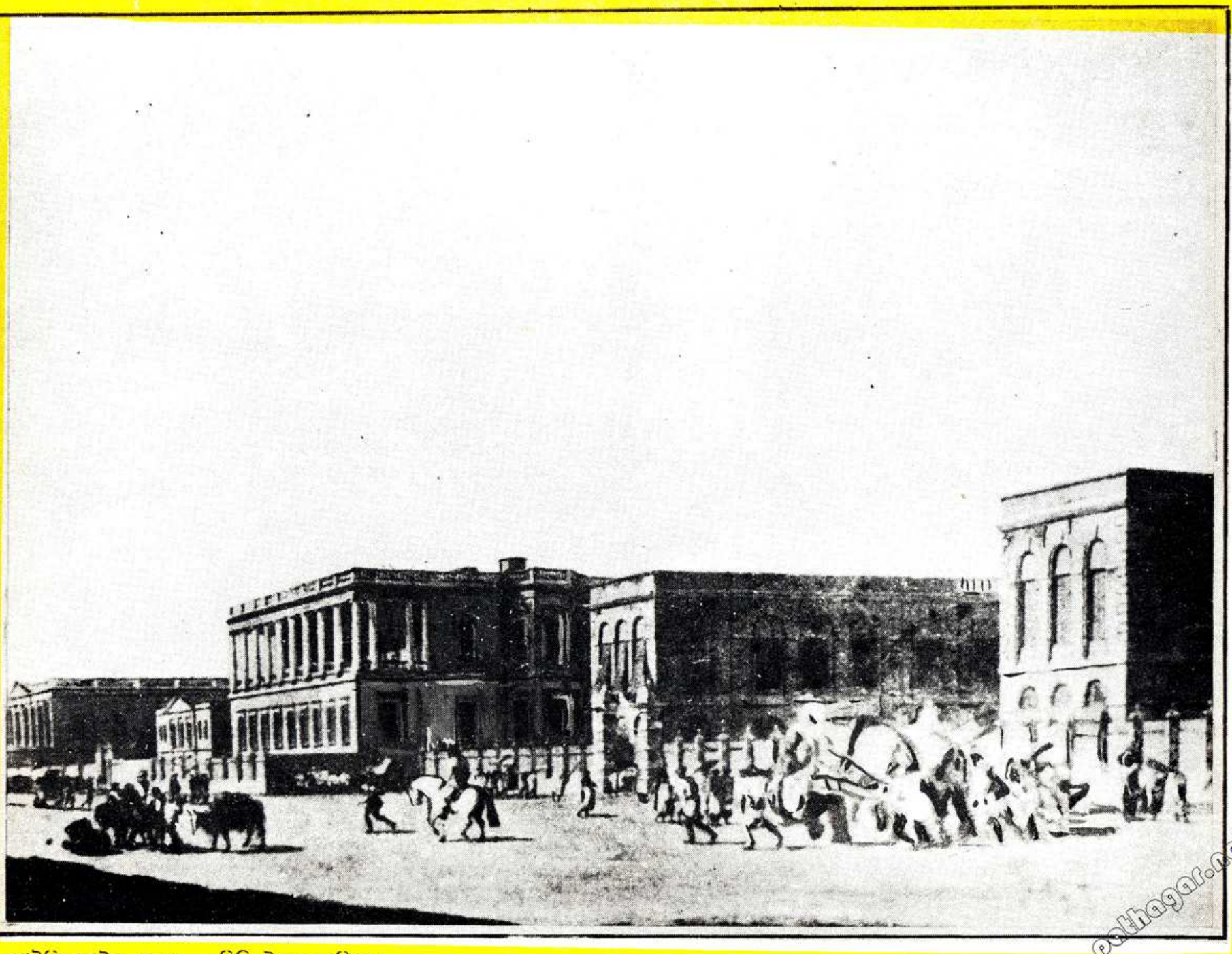

কাউন্সিলহাউস ১৭৯২ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

pathagar.net

রাইটার্সবিল্ডিং ১৭৯২ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

Pathagar.net

ফোর্টউইলিয়াম ১৭৯২ শিল্পি টমাস ডানিয়েল

pathagar.net

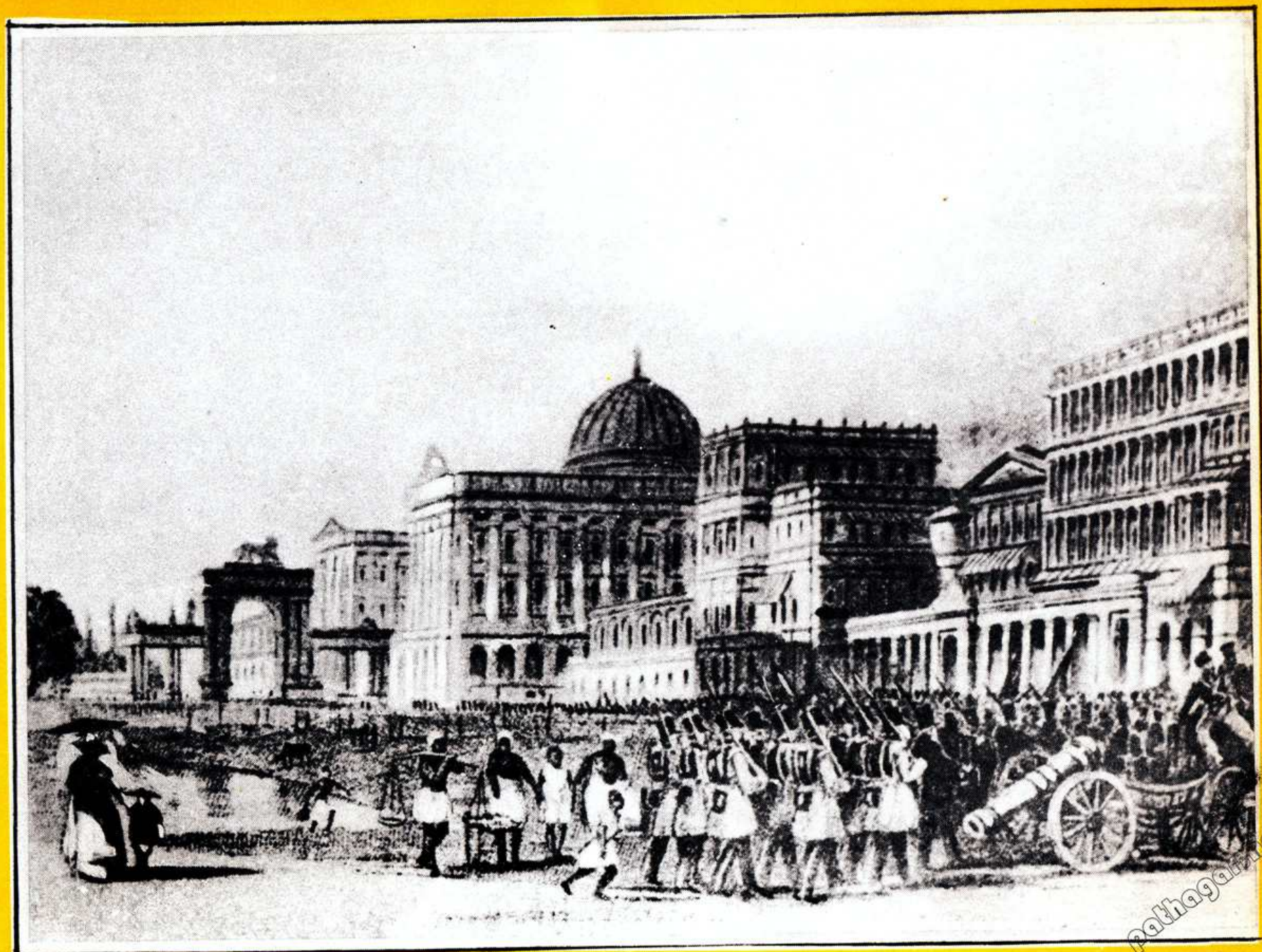

এসপ্লানেড ১৮০৫ শিল্পি টি এলোম

pathagar.net

ওল্ডকোর্ট হাউস ১৮০৫ শিল্পি কর্নেল ফ্রান্সিস সৌয়েনওয়ার্ড

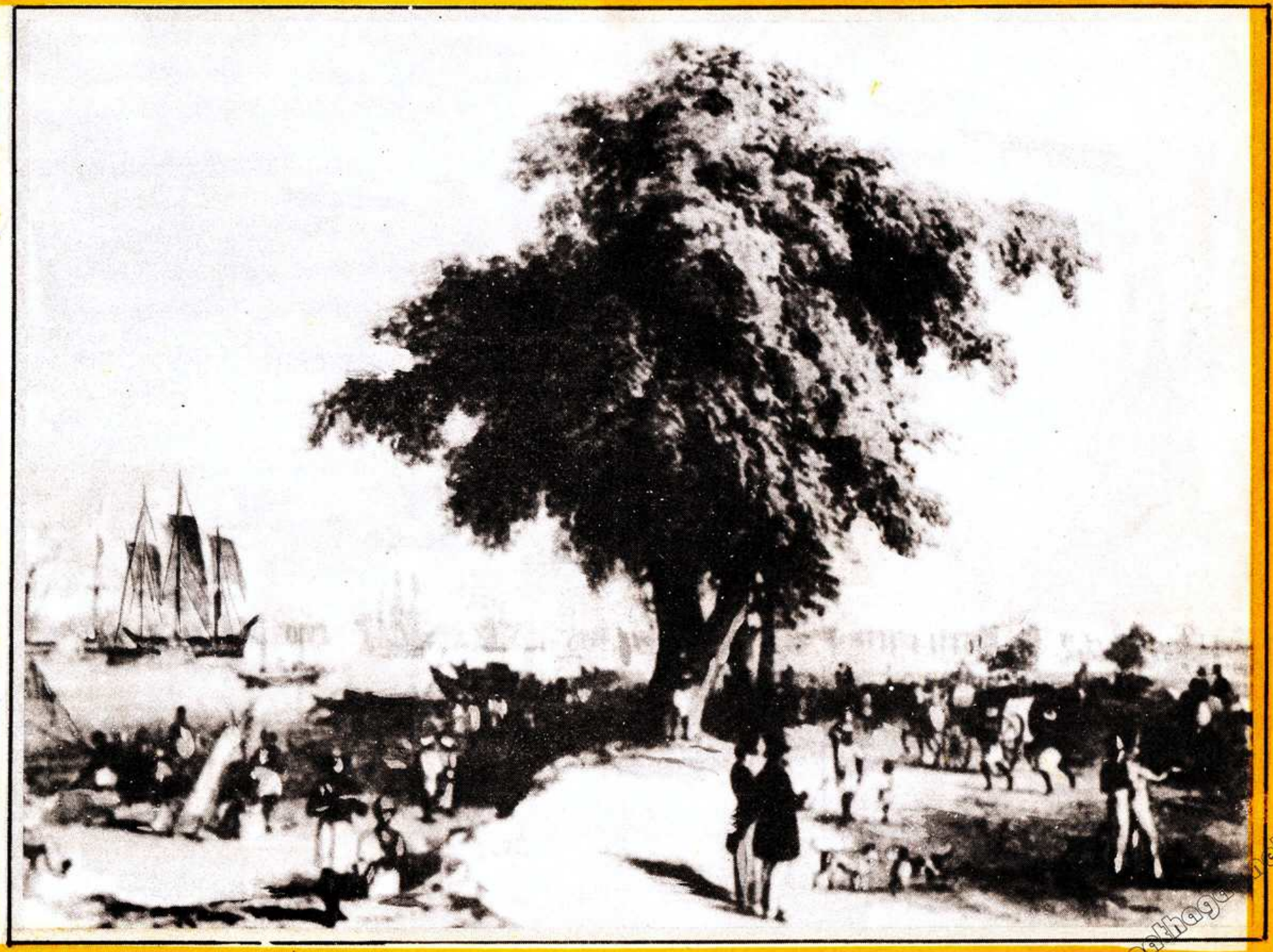

কলকাতা সহর ও বন্দর ১৮৪৮ চার্লস ডইলি

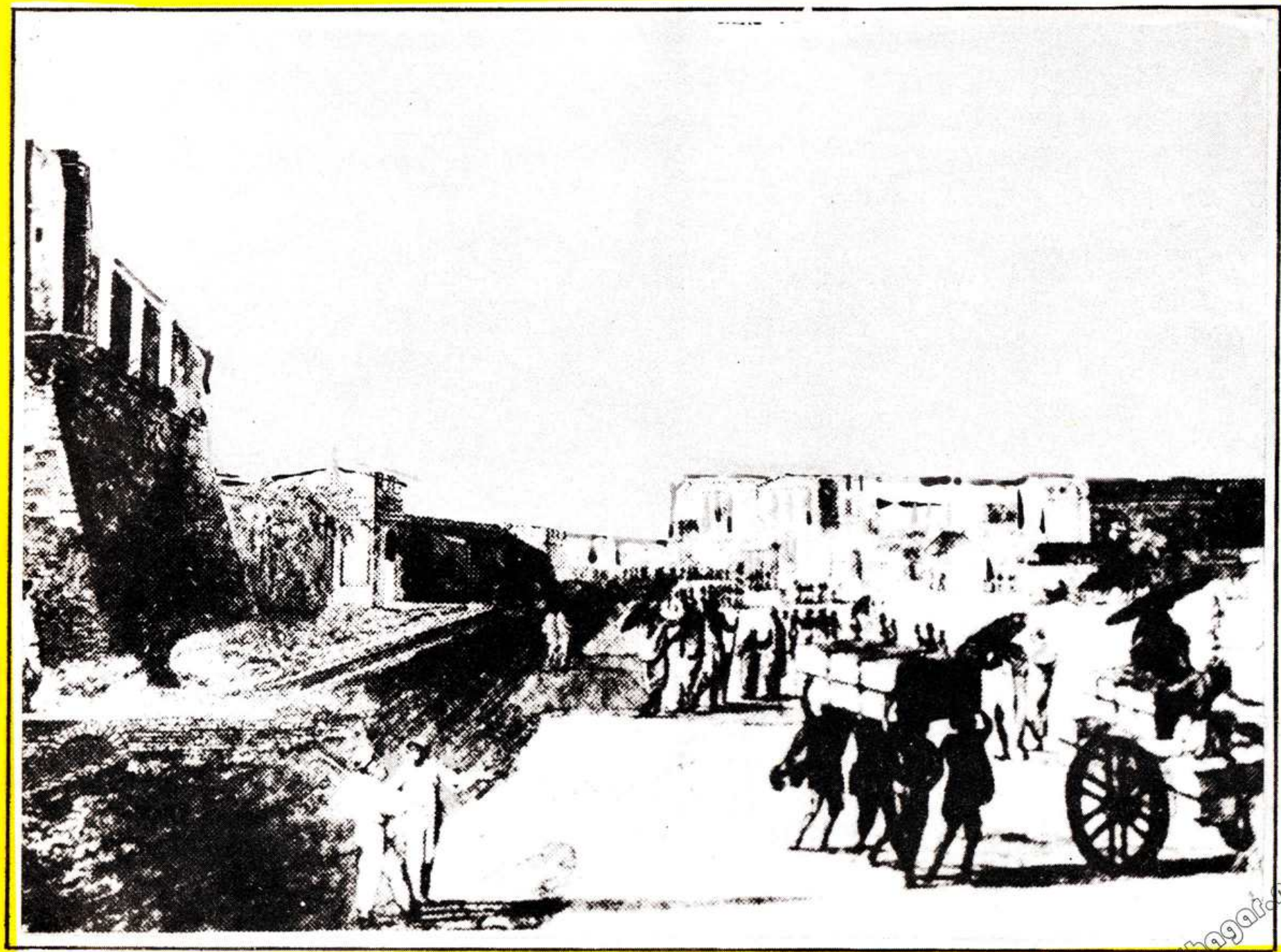

পুরনো ফোর্ট উইলিয়ামের অবশেষ চৌরঙ্গী শিল্পি টমাস ডানিয়েল

pathagar.net

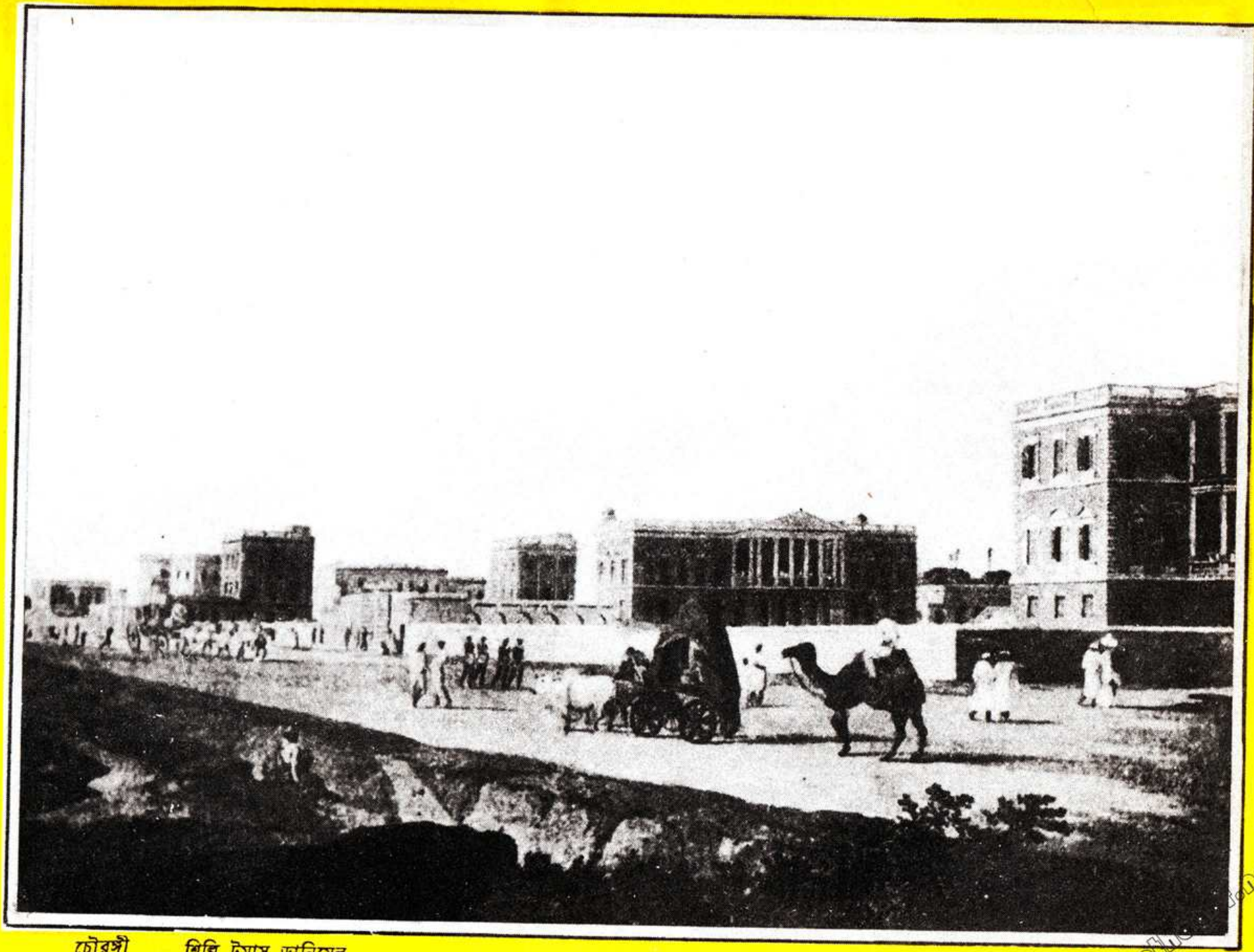

চৌরঙ্গী শিল্পি টমাস ডানিয়েল

pathagar.net

pathagar.net

এসপ্ল্যানেড

অষ্টাদশ শতকের একটি বাজার শিল্পি বালথাজার সলভিনস

pathagar.net

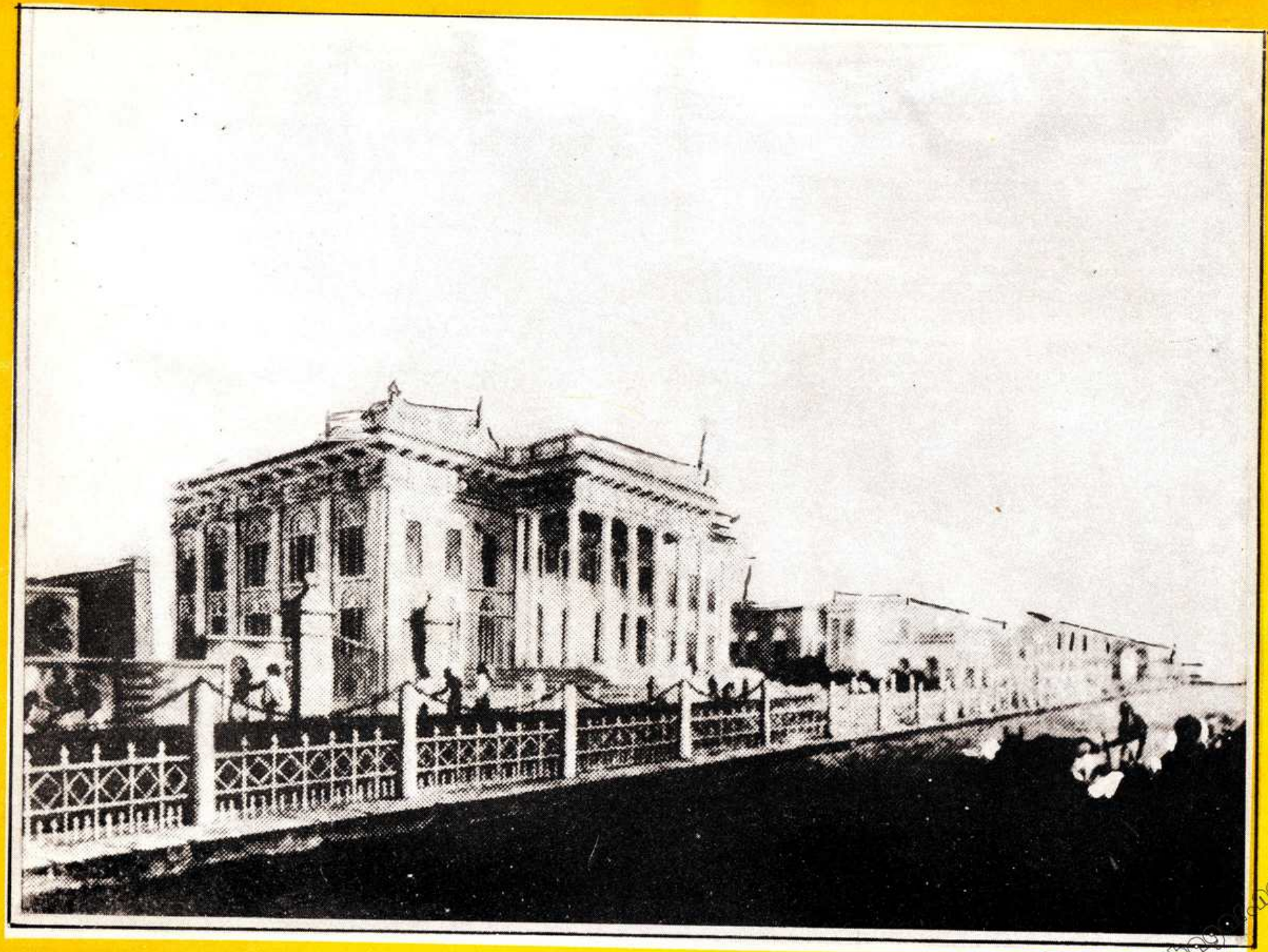

টাউন হল শিল্পি জেমস বেইলি ফ্রেজার

হাওড়ায় সওদাগিরি জাহাজ শিল্পি চার্লস ডইলি

pathagar.net

pathagar.net

আলিপুরের টালির নালার সেতু শিল্পি চার্লস ডইলি

সদর স্ট্রিটে বোর্ড অফ্ রেভিনিউর অফিস *শিল্পি চার্লস ডইলি*

এসপ্লানেড

১ ফোর্ট উইলিয়ামের এই ছবিটি ১৭৩৬ সালের এপ্রিল মাসে জি. ভাণ্ডারগুস্ট এঁকেছিলেন। ছবিটির পিছনে সেণ্ট এ্যানেস গির্জা দেখা যাচ্ছে। ফোর্ট উইলিয়ামে সাতটি গেট ছিল। তার মধ্যে পাঁচটি গেট ছিল রাস্তার দিকে, দুটি গঙ্গার দিকে।

২ বাঁ পাশের বড় বাড়িটি সেকালের রাইটার্স বিল্ডিংস্। তার পাশেই ছিল মেয়রস কোর্ট। পরে মেয়রস কোর্টের বাড়িটিও রাইটার্স বিল্ডিংস এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে।

৩ লাহ দিঘির পূর্বদিকে মিশন চার্চ দেখা যাচ্ছে। ১৭৬৯ সালের এই চার্চের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিয়ারন্যান্ডার। এই চার্চের সামনের রাস্তার এখনকার নাম কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট।

৪ চিৎপুরের নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জমিদার গোবিন্দ রাম মিত্র ১৭৩০ সালে। ১৮২০ সালে ভূমিকম্পে মন্দিরটি ভেঙ্গে পড়েছিল।

৫ এখন যেখানে কলকাতা হাইকোর্ট সেখানে ছিল সুপ্রিম কোর্টের এই বাড়ি।

৬ পুরানো ফোর্ট উইলিয়ামের ঘাট ছিল যেখানে এখন জি পি ও সেখানে। এখন যেখানে স্ট্যাণ্ড রোড সেকালে সেখানে গঙ্গা ছিল। ফোর্টের পরিধি ফেয়ারলি প্লেস পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৭ এখন যেখানে লিণ্ডসে স্ট্রিটের উল্টোদিকে মনোহর দাস তরাগ আছে সেখানকার সেকালের ছবি।

৮ কলকাতা থেকে হুগলী নদী। জল পরিবহণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।

৯ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের দক্ষিণ দিক।

১০ এখন যাকে আমরা রাইটার্স বিল্ডিংস বলি চার্চের বাঁদিকে সেকালের সেহ বাড়াঢকে দেখা যাচ্ছে। এহ চাচকে সবাহ লাঢ সাহেবকা গীর্জা বলতো।

১১ পুরনো গভার্নমেন্ট হাউস। এখন যেখানে এসপ্লানেড ইস্ট বা সিধু-কানু-ডহর সেখানে লোকজন দেখা যাচ্ছে ছবিতে।

১২ সেন্ট জনর্স চার্চ এখনকার কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট। এখানে জব চার্নক, হ্যামিল্টন প্রমুখের সমাধি আছে।

১৩ এসপ্ল্যানেড থেকে হুগলী নদী

১৪ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট

১৫ রাইটার্স বিল্ডিংস রিচার্ড বা রওয়েলের জমিতে তৈরী করা হয়েছিল। প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উনিশ জন চাকুরীজীবির আবাস স্থল ছিল এই বাড়িটি। কিছু দিন পরে আবাসিকদের তুলে দিয়ে এখানে সরকারী দপ্তর গড়ে তোলা হয়।

১৬ পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম বিস্তৃত ছিল এখনকার জেনারেল পোস্ট অফিস্ পর্যন্ত। ছবিতে রাইটার্স বিল্ডিংয়র সেকালের বাড়ির একাংশ, হলওয়েল মনুমেন্ট সহ, দেখা যাচ্ছে।

১৭ এসপ্লানেডের এই ছবিতে গভর্রমেন্ট হাউসের গেট দেখা যাচ্ছে। যেখানে এখন ট্রাম ডিপো ও সিধু কানু-ডহর সেখানকার অবস্থা সেকালে এই রকম ছিল।

১৮ ওল্ড কোর্ট হাউস

১৯

২০ এখন যেখানে জেনারেল পোষ্ট অফিস সেখানে সেকালের ফোর্ট উইলিয়ামের ছবি। ডানদিকে হলওয়েল মনুমেন্ট দেখা যাচ্ছে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে।

২১ সেকালে চৌরঙ্গী। এখন যেখানে জওহরলাল নেহেরু রোড সেকালে সেই জায়গা এই রকম ছিল।

২২ এসপ্লানেডের এই ছবিতে গভর্নমেন্ট হাউসের গেট দেখা যাচ্ছে। যেখানে এখন ট্রাম ডিপো ও সিধু কানু-ডহর সেখানকার রররররর

২৩ অষ্টাদশ শতকের একটি বাজার

২৪ টাউন হল টাউন হলের ডিজাইন তৈরী করেছিলেন কর্নেল গ্রাস্টিন। সেকালে কলকাতার দর্শনীয় বাড়ীগুলির মধ্যে টাউন হল ছিল অন্যতম।

২৫

২৬ আলিপুরের টালির নালা। মেজর উইলিয়াম টলি এই খাল বা নালা কেটেছিলেন। এই নালা আদি গঙ্গা (বর্তমান হেস্টিংসের কাছে) থেকে গড়িয়া হয়ে শামুকপোতা বা তার্দা বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

২৭

২৮ এসপ্লানেড। একদম বাঁ দিকে গভর্নমেন্ট হাউসের গেট দেখা যাচ্ছে।

অনন্য প্রকাশন ৬৬ কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল)
কলকাতা- ৭৩
হীরক রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও লোটাস প্রেস ৫৯, সুরেন ঠাকুর স্ট্রিট, কলকাতা কর্তৃক মুদ্রিত
মূল্য পনের টাকা
বই মেলায় বারো টাকা

Santanu Sen